

া সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৬১২

১২. কিতাবুস সিয়াম (کتاب الصوم)

পরিচ্ছেদঃ মুসলিমদের উপর রমযানের সিয়াম ফর্য হওয়ার আগে আশুরার সিয়াম ফর্য ছিল মর্মে বর্ণনা

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ

আরবী

3612 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدينَة صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا فُرضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَريضَة وتُركَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شاء تركه.

الراوي: عائشة | المحدث: العلامة ناصر الدين الألباني | المصدر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 3612 | خلاصة حكم المحدث: صحيح _ ((صحيح أبي داود)) (2110): ق.

বাংলা

৩৬১২. আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আশুরার দিনটি এমন একটি দিন ছিল, যাতে জাহেলী যুগে কুরাইশরাও সিয়াম রাখতো। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি নিজে এই দিন সিয়াম রাখনে এবং সাহাবীদেরকেও সিয়াম রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর যখন রম্যানের সিয়াম ফর্য করা হয়, তখন সেটাই ফর্য থাকে আর আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেওয়া হয়। কাজেই যে ব্যক্তি চায়, সে এই সিয়াম রাখবে আর যে চায় তা ছেড়ে দিতে পারে।"[1]

ফুটনোট

[1] মুয়াতা ইমাম মালিক: ১/২৯৯; আবূ দাউদ: ২৪৪২; সুনান বাইহাকী: ৪/২৮৮; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: ৭৮৪৪; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ: ৩/৫৫; মুসনাদ আহমাদ: ৬/১৬২; সহীহুল বুখারী: ৩৮৩১; সহীহ মুসলিম:



১১২৫; তিরমিয়ী: ৭৫৩; সহীহ ইবনু খুযিইমাহ: ২০৮০; দারেমী: ২/২৩; ইমাম শাফেঈ: ১/২৬২-২৬৩; তাহাবী: ২/৭৪।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাউত রহিমাহুল্লাহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ আবূ দাউদ: ২১১০)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন